<u>Core - 4.</u>

Q. 1. What is feudalism? (5 marks).

2. Growth of classical feudalism in medieval Europe. (12 marks)

<u>or</u>

Did the measures of Charlemagne and his successors bring about the growth of classical feudalism in medieval Europe?

Ans. ⇒ ①.

মধ্যযুগের জ্ঞান নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম ফরাসি মার্ক ব্লক সামন্ততন্ত্র বা ফিউডালিজম, সামন্ততন্ত্র ইউরোপের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে মধ্যযুগকেই অনেকে 'সামন্ততন্ত্রের যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবুও এর সংজ্ঞা সামন্ততন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা যায় না, সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগের একটি গতিশীল ব্যবস্থা বা রীতি. আধুনিক যুগের মানুষ এই শব্দকে যেভাবে ব্যবহার করেছে, কিন্তু। একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যাকে মনে হত যে এই প্রথার উদ্ভব ঘটেছে মানুষকে নিপীড়িত করার জন্য। তবে পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে যে সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল সমাজের দাবি আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়া থেকে। প্রাচীন রোম-জার্মান বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান থেকেই গড়ে উঠেছিল, তবে সমাজের প্রয়োজনে বহুমুখী উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, ফ্রান্সের ও জার্মান সাম্রাজ্যের বিভাজন এবং নর্মান, মুসলিম ও ম্যাগিয়ারদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল।

ইতিহাসের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যুগগুলির গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই পুনর্গঠনের শক্তি নিহিত। যদি তাতে ঐ বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করা যায়। নবম ও দশম শতাব্দীর বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ঐ ধরনের পুনর্গঠনের শক্তি কার্যকরী হয়েছে। ফ্রান্সের প্রাচীনতম রাজতন্ত্রের এবং পরবর্তী সংস্থার কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতন্ত্র দুর্বল হলেও শাসক ইতিমধ্যে এই অভিজাতদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন একটি প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল, যার ফলে সর্বাধিক সাম্রাজ্য ও দুর্বল রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। এই প্রক্রিয়াই সামন্ততন্ত্র নামে পরিচিত। নবম ও দশম শতকে ফিউডালিজম (ফিউডালিজম)

সাম্রাজ্য শুধু ভেঙে পড়েনি, তার একটা বিকল্পও সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছিল, ক্যারোলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশগুলিতে — ফ্রান্স, জার্মানী, বারগান্ডি, ইতালী ও ইংল্যান্ড এবং স্পেনের খ্রীস্টান শাসিত অঞ্চলে, নিম্ন রাইনের লাতিন খ্রিস্টানরাজ্যগুলিতে সামন্ততন্ত্র পূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছিল।

সামন্ততন্ত্র কথাটি ইংরেজি 'ফিউডালিজম' (Feudalism) -এর বাংলা অনুবাদ। ইংরেজি Feudalism কথাটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন 'ফিউডালিস' (Feodalis) এবং ফরাসী 'ফেওডালিতে' (Feodalite) শব্দ থেকে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসন নয়, বরং স্থানীয় ভূ-স্বামীদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত থাকে। সামন্তপ্রথাকে প্রাচীন দাস-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিকশিত সমাজ এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোতে গড়ে ওঠা সমাজের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে মনে করা হয়।

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ (Marc Bloch) 'সামন্ততন্ত্র' কথাটির পরিবর্তে ব্যাপকতর অর্থে 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজ' (Feudal Society) কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্র কথাটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় এমন কতকগুলি প্রথা, বিধি ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যেগুলির দ্বারা সমাজের কিছু মুক্ত মানুষ বা 'vassal' অপর একজন অধিক শক্তিশালী মানুষের বা 'Lord' এর প্রতি আনুগত্য ও সেবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকে, অন্যদিকে আশ্রিতকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা লর্ডের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। ভ্যাসালের ভরণপোষণের জন্য লর্ডকে তার স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ 'Fief' হিসেবে শর্তসাপেক্ষে প্রদান করা হত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমির উপর ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত অধিকার (Graded system of rights) প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। আর ফিফ এর প্রতি বা লর্ডের প্রতি বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার ও ভূমিদাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত কৃষিক্ষেত্র মাধ্যমেই উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখা হয়।

মরিস ডব সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণে ভূমিদাসত্বের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রকে সমার্থক রূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ভূমিদাসত্ব বলতে শুধু বাধ্যতামূলক কায়িক সেবাই বোঝাননি, রাজনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদকের শোষণের কথাও বুঝিয়েছেন। ডবকে সমর্থন করেছেন কোহাচিরো তাকাহাশি, তাঁর মতে, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিদাসত্বই হচ্ছে শ্রমশক্তির অস্তিত্বের ধরন। এ প্রসঙ্গে রডনী হিলটন বলেছেন যে, সামন্ত

(৩)

সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন ও ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের উপকরণ-সমূহের মালিক-ভূ-স্বামী-অভিজাতদের দ্বারা সমগ্র উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার নিরন্তর প্রচেষ্টা। নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই উদ্বৃত্ত আদায়ের অসমাপ্ত দ্বন্দ্বই হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মুখ্য চালিকা শক্তি। ~~সংক্ষেপে এর ভূমিকা~~

Q. No. ② — Did the measures of Charlemagne and his successors bring about the growth of classical feudalism in medieval Europe?

12 marks

সাধারণত বলা হয় যে, ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি রোমান ও জার্মান সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণের ফলেই ঘটেছিল। তবে রোমান ও জার্মান উপাদানসমূহের নির্ভুল অনুপাত সম্পর্কে ইউরোপের ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। পেরী এন্ডারসন অবশ্য এই বিতর্কটিকে বেশী গুরুত্ব দানের পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে, "The precise admixture of once Roman and German elements in pure feudal mode of production is of less importance than Their respective distribution in the variant social formations which emerged in medieval Europe." অর্থাৎ, খাঁটি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে রোমান ও জার্মান উপাদানের যথাযথ সংমিশ্রণটি মধ্যযুগের ইউরোপে কম গুরুত্ব পায়, বিবিধ সামাজিক গঠনের ও তার বন্টন ব্যবস্থার চেয়ে।"

মার্ক ব্লখ ও মনে করেন ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশে রক্তগত উপাদানের চেয়েও অনেক বেশী-জরুরী ঐ সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে নজর দেওয়া। এফ. এল. গ্যানশফের মতে, সামন্ততন্ত্র ছিল এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত যা সাধারণ মানুষকে (সামন্তক) অধীনতা ও সেবার বাধ্যতায় গড়ে তোলে ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই সঙ্গে প্রভু বা Lord কে তাঁর অধীনস্থ মানুষদের রক্ষা করার ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দায়িত্বে বেঁধে রাখে।

রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস থেকে নবম শতকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবের মধ্যবর্তী সময় এমন কিছু প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল যাকে প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক বলা যায়।

মেরোভিঞ্জিয় শাসকদের আমলেও এই প্রাক্‌-সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উৎস রোমান ও জার্মান সমাজে নিহিত ছিল। রোমান Patronage Patrocinium বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রথার দ্বারা একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তা তাঁর নিজের পরিবারের সদস্য, উত্তরসূরী, এমনকি পরিবারের বাইরের বেশ কিছু লোকের (client) উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। রোমান সেনেটর এরও পৃষ্ঠপোষকতা করার অধিকার ছিল। আইন-আদালতে তাঁর client-দের রক্ষা করতেন তিনি। বিনিময়ে client-রা তাঁর সামাজিক মর্যাদা স্বীকার করতো। চতুর্থ শতাব্দীর শেষে এমনকি গ্রামের ছোট জমির মালিকেরাও এই অধিকার পেয়েছিল এবং কর আদায়কারীদের জোর-জুলুম থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করত তারা।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বেনিফিসিয়াম (Beneficium) যার উৎস হলো রোমান। কোনও উপহার দিতে চুক্তির দ্বারা বাধ্য নয় এমন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহারকেই বেনিফিসিয়াম বলা হত। জমি অথবা পদ অথবা দুটোই উপহারস্বরূপ দেওয়া হত। উপহার দেবার বাধ্যবাধকতা না থাকায় দাতা তা প্রত্যাহারও করতে পারতো।

আর একটি রোমান উপাদান হল- প্রিকেরিয়াম (Precarium)। রোমান আইনে আদালতে সাক্ষীদের সামনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা যেমন বাধ্যতামূলক ছিল, আদালতের বাইরে নিজেদের চুক্তি পালন করাও তেমনি বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের অবসানের পরবর্তীকালে কোন প্রকার চুক্তি ছাড়াই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা অথবা সেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া জরুরী হয়ে উঠেছিল। প্রিকেরিয়াম ছিল আইন বহির্ভূত-বেসরকারি জমি দেবার এমন এক ব্যবস্থা যাতে প্রয়োজনে সে দান বাতিল করা যেত। যে লোক প্রিকেরিয়াম পেত, সে জমির মালিকানার স্বত্ব পেত না, শুধু জমি ভোগের অধিকার পেত। মেরোভিঞ্জিয়

যুগের প্রাথমিক রাজ্যগুলিতে বেনিফিসিয়াম ও প্রিকেরিয়াম দুটি প্রথাই চালু ছিল।

পশ্চিম ইউরোপে যখন বর্বর-দস্যুদের সঙ্গেই আক্রমণের জার্মান উপজাতিগুলি এসেছিল এবং মেরোভিঞ্জিয় প্রাথমিক রাজ্যে সেগুলি বিভক্ত হয়েছিল। সেই অনিশ্চয়তার যুগে সাধারণ মানুষজন প্রাথমিক রাজতন্ত্রের দ্বারা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না, ফলে রাজা এবং প্রভুরা নিজেদের দল গঠন করে, অনুগতদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র-বাহিনী পোষণ করেছেন এবং ঐ অনুচরবর্গ প্রাচীন জার্মান 'কমিটেটাস' (Comitatus)-দের ভূমিকা পালন করেছে। যে স্বাধীন মানুষেরা এভাবে রাজার সেবা করতো তারা অ্যান্ট্রাস্টিয়োনেস (antrustiones) নামে পরিচিত ছিল। গ্যানশফ লিখেছেন, তাদের রক্তমূল্য ছিল স্বাধীন মানুষের তিনগুণ, এরা ফিডেলেস (fideless), কোথাও কোথাও ল্যুডেস (leudes) নামে পরিচিত ছিল। এরা ছিল 'মূলত বাচ্চাই বা ভৃত্য' যারা সাধারণত রাজা বা রানীর সেবায় নিযুক্ত থাকতো। এদের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মানুষদের নিয়ে তৈরী চাকর-বাকর থাকতো যাদের সম্পর্কে 'ভ্যাসাস' (vassus) শব্দটি প্রযুক্ত ছিল। এই শব্দটির অর্থ ছেলে, চাকর বা দাস।

মেরোভিঞ্জিয় শাসনের শেষ পর্যন্ত বেনিফিস, প্রিকেরিয়াম ও ভ্যাসাস এর মধ্যে কোনও রকম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তখনও রাজা কোন লোককে প্রিকেরিয়াম, দান ছাড়াই বেনিফিস, রাষ্ট্রীয় অথবা রাজকীয় পদ অথবা দান দিতে পারতেন। এইভাবে দীর্ঘকাল নিজের পারিষদ অথবা অনুচর হিসাবে রেখে বহু বছর সেবার পর তাকে স্বত্ব-বদ্ধ জমি সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রিকেরিয়া রূপেই দিতে পারতেন। বেনিফিস ও প্রিকেরিয়া তখনও পৃথক ছিল। এই দুধরনের জমি দেবার সঙ্গে সুপারিশ (Commendation) বা ভ্যাসালের অধীনতা স্বীকারের আবশ্যিক সম্পর্ক ছিল না। অধিকাংশ গ্যানশফ মনে করেন অধীনত ব্যক্তি (vassal)দের ঐ সময় যখনও তখনও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উপার্জন রূপেই

হিসেবে জমি দেওয়া হয় জানতে পারি কিন্তু অষ্টম শতকের আগে এ রেওয়াজ বহুল প্রচলিত ছিল না বলেই মনে হয়। Vassalage এবং Benefice সাধারণভাবে মিশে গিয়ে একটি আকার নিয়েছিল ক্যারোলিনজিয় যুগে। 750 – 850 খ্রীষ্টাব্দ সময়কালের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহ এবং তারপর নর্সমেন, সারাসেন ও হাঙ্গেরীয়দের বিরুদ্ধে বহিরাগত যুদ্ধের সময় প্রথম দিকের ক্যারোলিনজিয় শাসকরাই অধীনস্ত ব্যক্তি (vassal) দের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং জমি-জায়গা দিয়ে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পিপিন দ্য শর্ট পশ্চিম ফ্রান্সের চার্চের পুরো জমি ভাগ বাঁটোয়ারার আদেশ দেন। জমির একাংশ চার্চের হাতে থাকলেও বেশির ভাগ চলে যায় প্রাসাদ অধিকর্তা Mayor এর হাতে এবং রাজার দখলে। তা ব্যবহৃত হতো অধীন লোকজন বা ভ্যাসালদের বেতন দেবার জন্য। তিনি এবং তাঁর প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীরা, যেমন ডিউক, কাউন্ট, মারকেস ইত্যাদি তাঁদের নিজেদের অথবা নয় চার্চ ভূ সম্পত্তি থেকে তাদের অধীনস্ত লোকজন বা ভ্যাসালদের বহু বেনিফিস দিয়েছিলেন। মার্ক ব্লখ লিখেছিলেন এই পরিস্থিতিতে চার্চের অর্ধেক সম্পদ, ঐ ভূসম্পত্তি ছিল প্রিকেরিয়া, কিন্তু রাজার কাছ থেকে benefice হিসাবে সেই জমির স্বত্ব পেয়েছিল অধীনস্ত ব্যক্তি (vassal)। শার্লেমান-সিংহাসনে বসার সময় থেকেই বেনিফিস এবং অধীনতা অথবা ভ্যাসালেজ সুনির্দিষ্ট একটি আকার নিয়েছিল, তার সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছিল যথেষ্ট ভাবে। তাঁর এবং উত্তরসূরীদের যুগে বেনিফিসের সঙ্গে সম্পর্ক অধীনতার ব্যাপক বিস্তারও ঘটেছিল।

ক্যারোলিনজিয় শাসকরা অধীনস্থের অর্থাৎ ভ্যাসালদের দ্রুত বিস্তারে সহযোগিতা করেছিলেন- কারণ সেই প্রজার উপরেই নির্ভর করতো তাদের সামরিক শক্তি।

vassi ছিল যোদ্ধাসওয়ার এবং অশ্বারোহী বাহিনীই ছিল ফ্রাঙ্ক সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে ধারালো ও কার্যকরী অস্ত্র। ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকদের গোষ্ঠী প্রশাসনে তাঁদের অধীনস্থ ভ্যাসালদের। এই অধীনস্থ-ভ্যাসালরা রাজার অধীনে শাসক শ্রেণী ও প্রশাসক হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল। রাজার অধীন প্রভুরা (Lords) এমনভাবে ভ্যাসাল সৃষ্টি করেছিলেন যাতে করে শুধুমাত্র তাঁদেরকেই ভ্যাসালরা ঊর্ধ্বতন প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছিল। প্রথম দিকে যে, নবম শতকের শেষ পর্যন্ত সম্রাট তাঁর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রজাদের তাদের যোদ্ধা নিয়ে সম্রাটের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সুসজ্জিত ও সুদক্ষ এক অশ্বারোহী বাহিনী, এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে। শুধুমাত্র সম্রাটই নয়, বড় বড় ভূসম্পত্তির অধিকারী অভিজাত-প্রভুরাও এ ধরনের বাহিনী গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। নবম ও দশম শতকের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহই ফিয়েফ (fief) এর বিস্তার ঘটে ভূসম্পত্তির সঙ্গে সামরিক শক্তি যুক্ত করেছিল।

অধীনতার (vassalage) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল আনুগত্য স্বীকারের আনুষ্ঠানিক রীতি। ভ্যাসালরা পবিত্র খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রতীক স্পর্শ করে শপথের গ্রহণ করতো এবং এইভাবে নিজেকে রাজা বা সম্রাটের হাতে সমর্পণ (commend) করতেন। সমর্পণ করার অর্থই ছিল আনুগত্য স্বীকারের শপথের গ্রহণ। সম্রাট হবার পর শার্লেমান তাঁর সমস্ত প্রজাদের কাছ থেকে যে শপথের আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন তা ভ্যাসালদের শপথের ধাঁচে তৈরী হয়। নূতন নূতন দেশ জয় করে সেখানকার প্রজাদের আনুগত্যের শপথের আদায় করার প্রয়োজনীয়তাও শার্লেমান অনুভব করেছিলেন এবং অধীনস্থ ভ্যাসালের শপথের ধাঁচেই শার্লেমান প্রজাদের শপথের আদায় করেছিলেন। তাঁর প্রজা প্রত্যেক ব্যক্তি, এমনভাবে চার্লসের প্রতি বিশ্বস্ত (fidelis) থাকবেন যেমন একজন ভ্যাসালের ন্যায় সংগতভাবেই তাঁর প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। এভাবেই সামন্ততান্ত্রিক রীতি নীতি ধীরে ধীরে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছিল।